কমিউনিজম ও সোশ্যালিজম: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

মতাদর্শগত প্রেক্ষাপট

"কমিউনিজম" (Communism) শব্দটি লাতিন শব্দ "communis" থেকে এসেছে, যার অর্থ "সাধারণ" বা "সমষ্টিগত"। এটি একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ, যার মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তি ঘটিয়ে একটি শ্রেণিহীন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে উৎপাদনের সব উপকরণ (যেমন: জমি, কারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) সমাজের সমষ্টিগত মালিকানায় থাকবে এবং প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে ও প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করবে। সর্বোপরি কমিউনিজম শব্দের হুবহু অনুবাদ করলে অর্থ দাঁড়ায় "সাম্যবাদ"।কমিউনিজম শব্দটি এর আধুনিক অর্থে একটি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগঠনের ধারণার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে, এটি মূলত বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতি নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হতো। ১৮৪৮ সালের পর, কমিউনিজম প্রধানত মার্কসবাদ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, বিশেষত দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো-তে প্রকাশিত একটি নির্দিষ্ট ধরণের কমিউনিজমের প্রস্তাবের মাধ্যমে।

"Socialism" শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ "socius" থেকে, যার অর্থ "সহযোগী" বা "সহভাগী"। সোশ্যালিজম(Socialism) যার অর্থ "সমাজতন্ত্র"। শব্দটির ব্যবহার এবং শব্দটির উল্লেখযোগ্যতার ঐতিহাসিক পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করে শব্দটির উৎপত্তি বিভিন্ন জনের ক্ষেত্রে দায়ী করা যেতে পারে । 'সোসালিজম' শব্দটি ১৮২৭ সালে ইংল্যান্ডে রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) কো-অপারেটিভ ম্যাগাজিনে প্রথম ব্যবহার করেন।আধুনিককালে শব্দটির ব্যবহার ও সংজ্ঞা পাকাপোক্ত ১৬৮০'র বছরগুলোতে। সেই সময়ের আগে ব্যবহৃত সমবায়ী (co-operative), পারস্পরিক পন্থি (mutualist) এবং সঙ্ঘপন্থি (associationist) শব্দগুলোর পরিবর্তে সমাজতন্ত্র শব্দটি নানা লেখক ব্যবহার করেন।এটি একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মতবাদ, যার মূল লক্ষ্য হলো সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যতা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সম্পদের যৌথ মালিকানা নিশ্চিত করা।

উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে সংঘটিত গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের ধারণাসমূহ উদ্ভূত হয়। এই সময়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দ্রুত বিকাশ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক শোষণ, দুর্দশা এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের জন্ম দেয়। এই প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে উক্ত দুটি মতাদর্শ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং উৎপাদনের প্রধান উপকরণসমূহের সামাজিক মালিকানা নিশ্চিত করার পক্ষে জোরালোভাবে মত প্রকাশ করে। উভয় মতবাদই মুক্তবাজারভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ত্রুটিসমূহ বিশেষত শ্রমিকদের শোষণ এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান ব্যবধান দূরীকরণের একটি মৌলিক লক্ষ্য নিয়ে বিকশিত হয়।

কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস এই মতাদর্শগুলির তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত তাদের যুগান্তকারী গ্রন্থ The Communist Manifesto সাম্যবাদী চিন্তাধারাকে একটি সুসংবদ্ধ তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করে। তাঁরা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও শ্রেণী সংগ্রামের ধারণা উপস্থাপন করেন, যেখানে সমাজের প্রতিটি স্তরকে উৎপাদনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের প্রাথমিক লেখায় "কমিউনিজম" এবং "সমাজতন্ত্র" শব্দদ্বয়কে প্রায়শই পরস্পর বিনিময়যোগ্য রূপে ব্যবহার করেন, যা পরবর্তীকালে এই দুটি ধারণার মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিভ্রান্তির জন্ম দিতে সহায়ক হয়।

বিশ শতকের শুরুতে ভ্লাদিমির লেনিনের অবদান এই মতাদর্শগুলির ধারণাগত বিবর্তনে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। লেনিন মার্কসীয় ধারণাসমূহকে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করেন এবং 'প্রলেতারিয়েত একনায়কত্ব' (dictatorship of the proletariat) কে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের একটি অন্তর্বর্তী পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করেন। অক্টোবর বিপ্লব পরবর্তী সময়ে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি নিজেদের নাম পরিবর্তন করে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি' হিসেবে অভিহিত করে। এই নামকরণের মাধ্যমে "কমিউনিস্ট" শব্দটি একটি নির্দিষ্ট বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, যা "সমাজতন্ত্র" ও "সাম্যবাদ"-এর মধ্যে একটি ব্যবহারিক পার্থক্য সৃষ্টি করে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ এবং লেনিনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অবদান উক্ত দুটি ধারণার মধ্যে একটি স্পষ্ট পর্যায়ক্রমিক ও পদ্ধতিগত পার্থক্য প্রণয়নে সহায়তা করে। এটি কেবল একটি পরিভাষাগত বিভেদ নয়, বরং লক্ষ্য অর্জন এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভূমিকার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক ভিন্নতা প্রতিফলিত করে।

বিশ্লেষণ

সমাজতন্ত্র একটি জটিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত হয়েছে এবং এর মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা।

সংজ্ঞা ও মূলনীতি: সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণ, যেমন জমি, কল-কারখানা এবং খনি,ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে না। পরিবর্তে, এগুলি সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। এই ব্যবস্থায় সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির উৎপাদন, বন্টন এবং সম্পদের বিনিময়ের বিভিন্ন উপাদানের উপর সমান অংশ থাকে বলে ধারণা করা হয়। সমাজতন্ত্রের মূলনীতিগুলি বহুমুখী এবং এর মধ্যে রয়েছে:

সমতা: সমাজতন্ত্র সুযোগের সমতার উপর জোর দেয়, যার লক্ষ্য হলো প্রত্যেকের একটি সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত ও সামাজিক উপায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। কিছু তাত্ত্বিক এটিকে ভাগ্য-সমতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন, যেখানে ব্যক্তিগত পছন্দের পরিবর্তে পরিস্থিতিগত কারণে সৃষ্ট বৈষম্যগুলি দূর করার চেষ্টা করা হয়।

গণতন্ত্র: এই নীতি অনুযায়ী, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ কেবল সরকারি প্রতিষ্ঠানেই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও (যেমন কর্মক্ষেত্রে) উপলব্ধ থাকা উচিত।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও আত্ম-উপলব্ধি: সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধারণাটিকে কেবল হস্তক্ষেপের অনুপস্থিতি (নেতিবাচক স্বাধীনতা) হিসেবে দেখে না, বরং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের একটি ইতিবাচক রূপ হিসেবেও বিবেচনা করে। এটি মানুষকে তাদের সৃজনশীল ও উৎপাদনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করে।

সংহতি বা সম্প্রদায়: সমাজতান্ত্রিক দর্শনে অর্থনৈতিক জীবন এমনভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত যেখানে মানুষ অন্যের স্বাধীনতা ও মঙ্গলকে সহজাতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে এবং একে অপরকে সমর্থন করার ইতিবাচক দায়িত্ব অনুভব করবে।

সমাজতন্ত্রের একটি প্রচলিত নীতি হলো 'প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রত্যেকে তার অবদান অনুযায়ী গ্রহণ করবে'।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও লক্ষ্য: সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদন হয় জনসাধারণের প্রয়োজন অনুসারে, মুনাফার জন্য নয়। এর অর্থনৈতিক ভিত্তি হলো উৎপাদনের উপায়ে সামাজিক মালিকানা। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হলো জনগণের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি এবং সমাজের প্রতিটি লোকের সার্বিক বিকাশ সাধন। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মজুরি ও বেতনের অনুপাত সমান থাকে এবং পরে কাগজি ভাউচার থাকতে পারে।

বিভিন্ন রূপ: সমাজতন্ত্রের ধারণার বিভিন্ন রূপ রয়েছে। কার্ল মার্কস তার পূর্ববর্তী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদদের (যেমন হেনরি দে সাঁ-সিমোঁ, রবার্ট ওয়েন, শার্ল ফুরিয়ে) "কল্পলৌকিক" সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করে তার নিজস্ব ধারণাকে "বৈজ্ঞানিক" সমাজতন্ত্র হিসেবে উপস্থাপন করেন। আধুনিক যুগে, বাজার সমাজতন্ত্র (Market Socialism) একটি মডেল যেখানে বাজার অর্থনীতি বজায় রেখেও উৎপাদন উপকরণের সামাজিক মালিকানা নিশ্চিত করা হয়, যা পুঁজিবাদী শ্রেণী বিভাজন এড়াতে চায়। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism) সামাজিক সংস্কার এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পদের পুনর্বন্টনের উপর জোর দেয় এবং প্রায়শই মুক্ত-বাজার পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে সহাবস্থান করতে পারে।

পুঁজিবাদের সাথে সম্পর্ক ও পার্থক্য: পুঁজিবাদের বিপরীতে, সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণের বেশিরভাগই শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, পুঁজিপতিদের হাতে নয়। পুঁজিবাদ মূলত মুনাফা অর্জনের দিকে পরিচালিত হয়, যেখানে সমাজতন্ত্র মানব চাহিদা পূরণের দিকে লক্ষ্য রাখে। সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞায় "উৎপাদন উপকরণের সামাজিক মালিকানা" এবং "শ্রমিকদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ" এর উপর জোর দেওয়া কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তৈরি করে । এর অর্থ হলো, কেবল রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকলেই তা সমাজতন্ত্র নয়, বরং সেই রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মালিকানা অবশ্যই গণতান্ত্রিকভাবে শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। যদি রাষ্ট্র অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু তা গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে তাকে "স্টেটিজম" (Statism) বলা যেতে পারে, সমাজতন্ত্র নয়। এটি তথাকথিত "সমাজতান্ত্রিক" বা "কমিউনিস্ট" রাষ্ট্রগুলির স্বৈরাচারী প্রকৃতির একটি তাত্ত্বিক সমালোচনা প্রদান করে, যা সমাজতন্ত্রের আদর্শিক রূপ এবং এর বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে একটি সমালোচনামূলক ব্যবধান তুলে ধরে।

সাম্যবাদ লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য

সাম্যবাদ (কমিউনিজম) হলো কার্ল মার্কস কর্তৃক উপস্থাপিত সমাজের সেই চূড়ান্ত শিখর, যা মানব সমাজের সর্বোচ্চ বিবর্তনমূলক পর্যায় হিসেবে বিবেচিত।

সংজ্ঞা ও মূলনীতি: সাম্যবাদ একটি শ্রেণীহীন, শোষণহীন, ব্যক্তিমালিকানাহীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবাদর্শ । এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের সকল মাধ্যম এবং প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাথমিকভাবে সরকারের মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, তবে চূড়ান্ত সাম্যবাদে সরকারেরও বিলুপ্তি ঘটে । সমাজতান্ত্রিক সমাজে যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তা সম্পূর্ণ হলে সাম্যবাদে উত্তরণ সম্ভব হবে ।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও লক্ষ্য: সাম্যবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো এমন এক সমাজ যেখানে পণ্য ও সেবার অতিপ্রাচুর্য সৃষ্টি হবে। এই সমাজে সম্পদ বন্টনের মূলনীতি হলো "প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করবে"। এই নীতিটি সাম্যবাদের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং সমাজতন্ত্রের "অবদান অনুযায়ী" নীতির সাথে এর প্রধান পার্থক্য নির্দেশ করে। সাম্যবাদে বেতন বা মজুরির অস্তিত্বই থাকে না। শ্রম জীবনধারণের উপায় না হয়ে জীবনেরই প্রাথমিক প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদনের মালিকানার একটিই রূপ থাকে: সমাজের । "প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করবে" এই নীতিটি সাম্যবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এবং এটি মানব প্রকৃতির একটি গভীর পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় । এটি কেবল অর্থনৈতিক বন্টনের একটি পদ্ধতি নয়, বরং এমন একটি সমাজের চিত্র যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে সমষ্টিগত কল্যাণ এবং সংহতি প্রাধান্য পায়, এবং যেখানে শ্রমকে বাধ্যবাধকতার পরিবর্তে আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়। এই পরিবর্তনটি সমাজতন্ত্রের "অবদান অনুযায়ী" বন্টন থেকে সাম্যবাদের "প্রয়োজন অনুযায়ী" বন্টনে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও নৈতিক বিবর্তনকে তুলে ধরে।

রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি: সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের কোনো প্রয়োজন থাকে না, ফলে রাষ্ট্র বিলুপ্তি ঘটবে বলে মনে করা হয় । এই ব্যবস্থায় কোনো সরকার বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা মুদ্রার অস্তিত্ব থাকে না। সমস্ত সম্পত্তি গোষ্ঠীগতভাবে মালিকানাধীন হয়। শ্রেণী বিভাজন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় এবং কোনো শ্রেণীরই অস্তিত্ব থাকে না । সাম্যবাদে রাষ্ট্রের "বিলুপ্তি"র ধারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক দিক, যা এটিকে সমাজতন্ত্র থেকে পৃথক করে। এটি বোঝায় যে, চূড়ান্ত সাম্যবাদী সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং সংহতি এতটাই স্বতঃস্ফূর্ত ও অভ্যন্তরীণ হবে যে, বাহ্যিক বলপ্রয়োগকারী সংস্থার (রাষ্ট্র) আর প্রয়োজন থাকবে না। এটি শ্রেণীহীন সমাজ, শ্রেণী সংগ্রামের অনুপস্থিতি এবং শ্রেণীগত শোষণের অবসান থেকে উদ্ভূত হয়, যেখানে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ (শ্রেণী শাসন বজায় রাখা) অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তবে, এই "বিলুপ্তি"র প্রক্রিয়া এবং এর বাস্তবায়ন নিয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে, কারণ ঐতিহাসিক "কমিউনিস্ট" রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিলুপ্তির পরিবর্তে আরও কেন্দ্রীভূত হয়েছে, যা তাত্ত্বিক মডেল এবং বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে একটি বড় ব্যবধান তুলে ধরে।

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মধ্যে মূল পার্থক্যসমূহ

সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ উভয়ই পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে উদ্ভূত হলেও, তাদের লক্ষ্য, পদ্ধতি এবং চূড়ান্ত রূপের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্যগুলি একটি তুলনামূলক সারণীর মাধ্যমে আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়:

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মধ্যে মূল পার্থক্য;

সমাজতন্ত্র;

১: সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা, কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি (বিশেষত ভোগ্যপণ্য) অনুমোদিত। উৎপাদনের উপকরণের উপর শ্রমিকদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ।

২: রাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, অর্থনীতি ও সম্পদ বন্টন নিয়ন্ত্রণ করে। সর্বহারা বা প্রলেতারিয়েত (ইংরেজি: Proletariat) একনায়কত্ব থাকতে পারে।

৩: শ্রেণী বিলোপের প্রক্রিয়া শুরু হয়, কিন্তু শ্রেণীগত পার্থক্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না।

৪ঃ 'প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রত্যেকে তার অবদান অনুযায়ী গ্রহণ করবে' (Contribution Principle)। মজুরি ও বেতন ব্যবস্থা বিদ্যমান।

৫: সীমিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি (যেমন ভোগ্যপণ্য) অনুমোদিত।

৬: গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, সংস্কার, বা বিপ্লবী পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে।

৭: পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের প্রথম বা অন্তর্বর্তী পর্যায়।

৮: শ্রম জীবনধারণের উপায়।

কমিউনিজম ;

১: সকল সম্পত্তি (উৎপাদন ও ভোগ উভয়) সম্পূর্ণ গোষ্ঠীগত মালিকানাধীন; কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব নেই।

২: রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়; কোনো সরকারের অস্তিত্ব থাকে না।

৩:সম্পূর্ণ শ্রেণীহীন সমাজ; কোনো শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে না।

৪: 'প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করবে' (Needs Principle)। কোনো মজুরি বা বেতনের অস্তিত্ব নেই।

৫: ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি।

৬: সাধারণত বিপ্লবী পরিবর্তনের মাধ্যমে পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে বিবেচিত।

৭: সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ প্রকাশ বা চূড়ান্ত পর্যায়।

৮: শ্রম জীবনেরই প্রাথমিক প্রয়োজন; বাধ্যতামূলক শ্রমের বিলোপ।

"সাম্যবাদী" রাষ্ট্রগুলোর সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা:

বিংশ শতাব্দীর বেশিরভাগ সময় ধরে বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ "কমিউনিস্ট" শাসন ব্যবস্থার অধীনে বাস করত । এই রাষ্ট্রগুলি, যেমন ১৯১৭ সালে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন , চীন, কিউবা, উত্তর কোরিয়া, লাওস এবং ভিয়েতনাম, প্রায়শই নিজেদের "কমিউনিস্ট" রাষ্ট্র হিসেবে পরিচয় দিত। তবে, বাস্তবিকভাবে, কোনো দেশই মার্কসের বর্ণিত "বিশুদ্ধ সাম্যবাদী" রাষ্ট্র (যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অর্থ বা শ্রেণী ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত) অর্জন করতে পারেনি। এই রাষ্ট্রগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমস্ত দিক নিয়ন্ত্রণ করত, যা "কমান্ড ইকোনমি" নামে পরিচিত। এগুলি মূলত "স্বৈরাচারী সমাজতন্ত্র" বা "স্টেটিজম" এর উদাহরণ ছিল, যেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়ার পরিবর্তে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল । লেনিনের 'প্রলেতারিয়েত একনায়কত্ব' এবং কমিউনিস্ট পার্টির 'ভ্যানগার্ড' ভূমিকা এই রাষ্ট্রগুলিতে কেন্দ্রীভূত, স্বৈরাচারী শাসনের ভিত্তি তৈরি করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতিগুলি শিল্পায়নে সাফল্য দেখালেও, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনে ব্যর্থ হয়েছিল এবং প্রায়শই নাগরিক স্বাধীনতা খর্ব করেছিল। এই পরিস্থিতি নির্দেশ করে যে, এই মতাদর্শগুলির তাত্ত্বিক মডেলগুলি বাস্তব বিশ্বের জটিলতা এবং মানব প্রকৃতির সীমাবদ্ধতার কারণে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত কঠিন বা অসম্ভব।তথাকথিত "কমিউনিস্ট" রাষ্ট্রগুলি মূলত একটি "ক্রান্তিকালীন পর্যায়" হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যা মার্কস কর্তৃক বর্ণিত চূড়ান্ত সাম্যবাদের সংজ্ঞা পূরণ করে না ।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের উদাহরণ ও এর সাফল্য: অন্যদিকে, নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্কের মতো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিকে প্রায়শই "সমাজতান্ত্রিক" রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়, যদিও এগুলিতে সফল পুঁজিবাদী খাত বিদ্যমান এবং এগুলি মূলত "সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র" (Social Democracy) অনুসরণ করে । সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র একটি মুক্ত-বাজার পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে সহাবস্থান করে সামাজিক সংস্কার এবং সম্পদের পুনর্বন্টনের উপর জোর দেয় । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও মেডিকেয়ার (গবফরপধৎব) এবং সোশ্যাল সিকিউরিটির (Social Security) মতো কর্মসূচিগুলি, যা একসময় সমাজতান্ত্রিক বলে বিবেচিত হত, এখন আমেরিকান জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে । এই মডেলগুলি "পুঁজিবাদকে বশ করা" (taming capitalism) কৌশলের উদাহরণ । এই কৌশলগুলি সামাজিক নিরাপত্তা, কর-ভিত্তিক জনসেবা (যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা) এবং সম্মিলিত দর কষাকষির (collective bargaining) মাধ্যমে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদের মধ্যে রূপান্তরের পদ্ধতি (বিপ্লবী বনাম সংস্কারবাদী) একটি মৌলিক বিভাজন তৈরি করেছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তগুলি দেখায় যে, বিপ্লবী পথ প্রায়শই স্বৈরাচারী শাসনের দিকে পরিচালিত

হয়েছে, যেখানে গণতান্ত্রিক সংস্কারের পথ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং জনকল্যাণমূলক ফলাফল এনেছে । এটি মতাদর্শের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব এবং এর ফলাফলের উপর এর গভীর প্রভাব তুলে ধরে।

একটি জটিল মতাদর্শগত যাত্রা

সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ উভয়ই পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে উদ্ভূত হলেও, তাদের লক্ষ্য এবং বাস্তবায়নের পদ্ধতিতে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সমাজতন্ত্রকে প্রায়শই সাম্যবাদের প্রথম বা অন্তর্বর্তী পর্যায় হিসেবে দেখা হয়, যেখানে উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং 'অবদান অনুযায়ী বন্টন' নীতি প্রচলিত। এখানে রাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সীমিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি অনুমোদিত। অন্যদিকে, সাম্যবাদ হলো একটি চূড়ান্ত, শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন সমাজ যেখানে সকল সম্পত্তি গোষ্ঠীগতভাবে মালিকানাধীন এবং 'প্রয়োজন অনুযায়ী বন্টন' নীতি কার্যকর। এই সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনো অস্তিত্ব থাকে না। ঐতিহাসিকভাবে, কোনো বিশুদ্ধ সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি; তথাকথিত "কমিউনিস্ট" রাষ্ট্রগুলি মূলত স্বৈরাচারী সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে, যা মার্কসের চূড়ান্ত সাম্যবাদের ধারণা থেকে ভিন্ন ।

এই মতাদর্শগুলির বাস্তব প্রয়োগ প্রায়শই তাদের তাত্ত্বিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, যা তাত্ত্বিক মডেল এবং বাস্তব বিশ্বের জটিলতার মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত টানাপোড়েন নির্দেশ করে। এটি দেখায় যে, আদর্শিক বিশুদ্ধতা অর্জন করা কতটা কঠিন। তাত্ত্বিক আদর্শের সরলতা বাস্তব বিশ্বের রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং মানব প্রকৃতির জটিলতার কারণে সম্পূর্ণ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়, যার ফলস্বরূপ বাস্তব প্রয়োগে আদর্শের বিচ্যুতি এবং "বিশুদ্ধ" মডেলের অনুপস্থিতি দেখা যায়।

যদিও বিংশ শতাব্দীতে "কমিউনিস্ট" রাষ্ট্রগুলির পতন ঘটেছে এবং বিপ্লবী সাম্যবাদের ধারণা তার ঐতিহাসিক আবেদন হারিয়েছে, সমাজতন্ত্রের ধারণা (বিশেষত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র) এখনও বিশ্বের অনেক অংশে প্রাসঙ্গিক। পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের মুখে, সামাজিক মালিকানা, সমতা এবং সামাজিক কল্যাণের উপর জোর দেওয়া সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলি নতুন করে আলোচনায় আসছে। পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত বৈষম্য ও সংকট বজায় থাকায় সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতার আকাঙ্ক্ষা এখনও শক্তিশালী। এর ফলস্বরূপ, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মতো সংস্কারবাদী সমাজতান্ত্রিক মডেলগুলির প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, মৌলিক সমাজতান্ত্রিক নীতিগুলি (যেমন সামাজিক কল্যাণ, সমতা) এখনও আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, এমনকি যদি চূড়ান্ত বিপ্লবী লক্ষ্যগুলি পরিবর্তিত হয়। "সমাজতন্ত্র" এবং "সাম্যবাদ" এর মধ্যেকার তাত্ত্বিক পার্থক্য এবং বাস্তব প্রয়োগের জটিলতা নিয়ে একাডেমিক এবং রাজনৈতিক বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে, যা এই মতাদর্শগুলির চলমান প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণ করে।

সূত্র;

১. [How Are Socialism and Communism Different?; Salah Pruitt; oct 22;2019]

২. [Socialism: History, Theory, Analysis, and Examples of Socialist Countries; By Will Kenton Updated December 18, 2023]

৩. Communism | Definition, History, Varieties, & Facts | Britannica

৪. The Communist Manifesto.

৫. How is communism different from socialism? | Britannica.

৬. Contribution of Lenin to the theory of Marx and Engels on general laws of transition to socialism in different countries - International Communist Review.

৭. Socialism (Stanford Encyclopedia of Philosophy)

৮. What is the difference between "socialism" and "communism"? - Philosophy

৯. Reformists, Revolutionaries, and Social Liberals - Red Sails

লেখক;

আহমাদ বিন আব্দুস সালাম

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক; বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্রসমাজ